লকারের চিঠি
শান্তনা শান্তমা

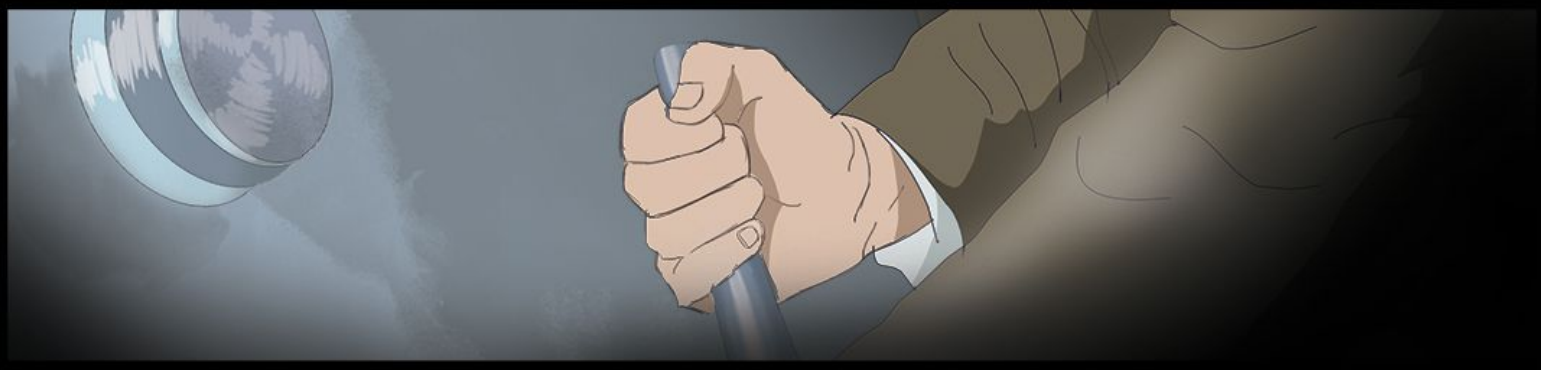

কিচ্.....

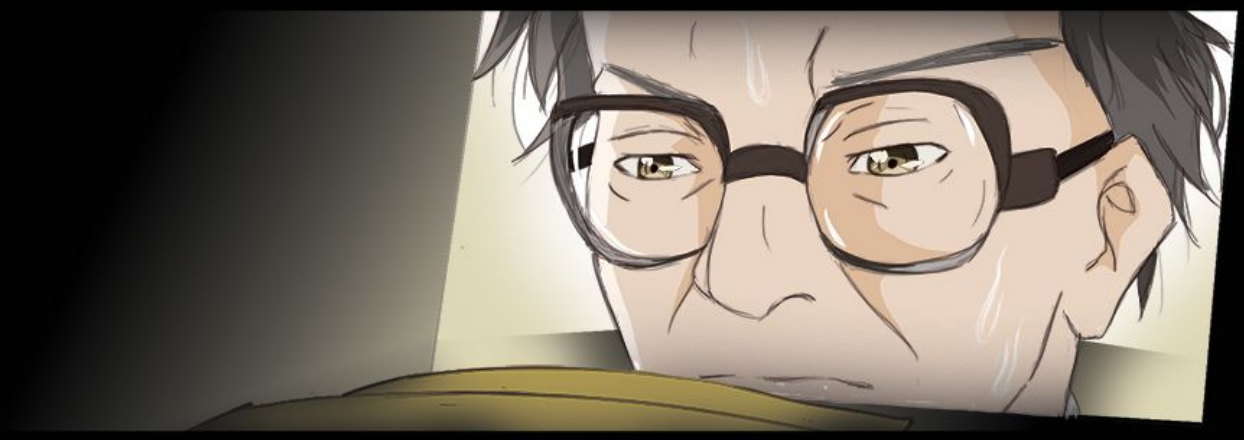

আমি আনোয়ার হোসেন। একটি সরকারি ব্যাংকে হিসাব রক্ষকের কাজ করে আসছি ৩৫ বছর ধরে।

ব্যাংকটা ছিল একটি দোতলা ভবনে। কর্মজীবনের শুরুতে এই ভবনটা বড়ই সুদর্শন মনে হতো। বয়সের ভারে এর চেহারাও আমার মত ভেঙে পড়েছে। চারপাশে সুউচ্চ সব অট্টালিকা। মাঝখানে এই দোতলা ভবনটি দম নেবার জন্য হাশফাস করছে।

দিন পাল্টেছে, পাল্টেছে মানুষের রুচি ও প্রয়োজন। পুরোনো দলিল-দস্তাবেজে বোঝাই এই অফিসে টেকা মুশকিল। পরিষ্কার করবার জায়গাও ফাঁকা নেই।

তাই এবার নতুন স্থানে অফিস সরানোর সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত নিয়েই ফেলল কর্তৃপক্ষ। বিশাল ছিমছাম স্পেস, ফুল এয়ার কন্ডিশন্ড, মেঝেতে প্রতিচ্ছবি দেখা যায় এমন চকচকে করিডর আর কাগজের পরিবর্তে টেবিলে থাকবে নতুন মডেলের কম্পিউটার।

কাগজের দিন শেষ, এখন ডেটাবেজের যুগ। বছর দুয়েক হয় অফিস তাদের তথ্য কম্পিউটারাইজড করার কাজ শুরু করেছে। কাজ বেশ এগিয়েও গেছে।

তাই এখন আর এসব কাগজ পত্র নিয়ে চিন্তা না করে নতুন অফিসের ডেকোরেশনেই মন দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

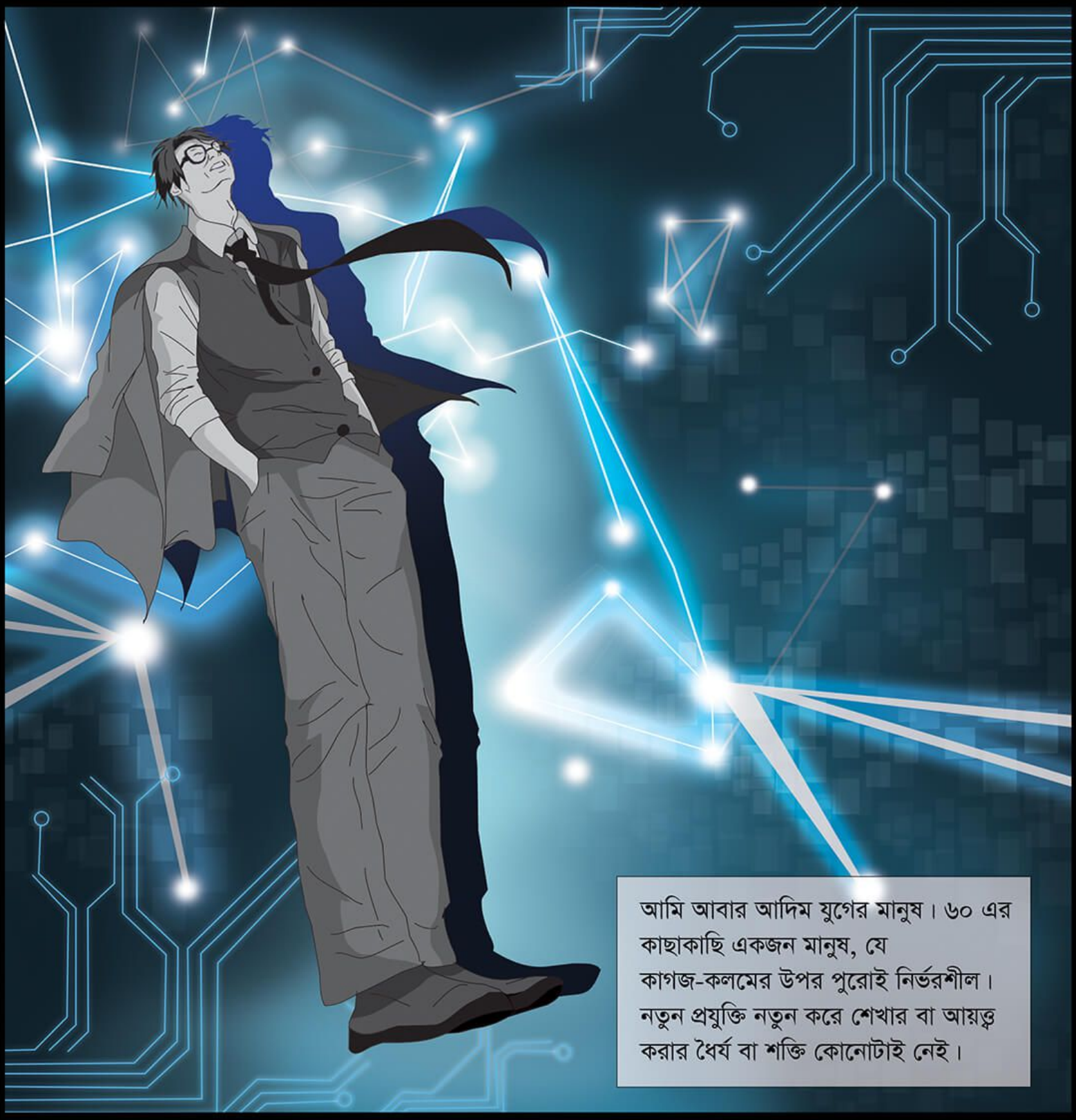

আমি আবার আদিম যুগের মানুষ। ৬০ এর কাছাকাছি একজন মানুষ, যে কাগজ-কলমের উপর পুরোই নির্ভরশীল। নতুন প্রযুক্তি নতুন করে শেখার বা আয়ত্ত্ব করার ধৈর্য বা শক্তি কোনোটাই নেই।
বর্তমান যুগের সাথে তাই খাপ নিজেকে একেবারেই খাওয়াতে পারি না।

জুনিয়ররা অনেকবারই দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে কি করতে হবে।
ভুলে যাই, আবার গিয়ে জিজ্ঞেস করতে কোথায় যেন সংকোচ হয়।
এখন রিটায়ারমেন্টের অপেক্ষায় আছি। তাড়াতাড়ি মান সম্মান নিয়ে বের হতে পারলেই বাঁচি। নতুন প্রযুক্তি আমার জন্য নয়।

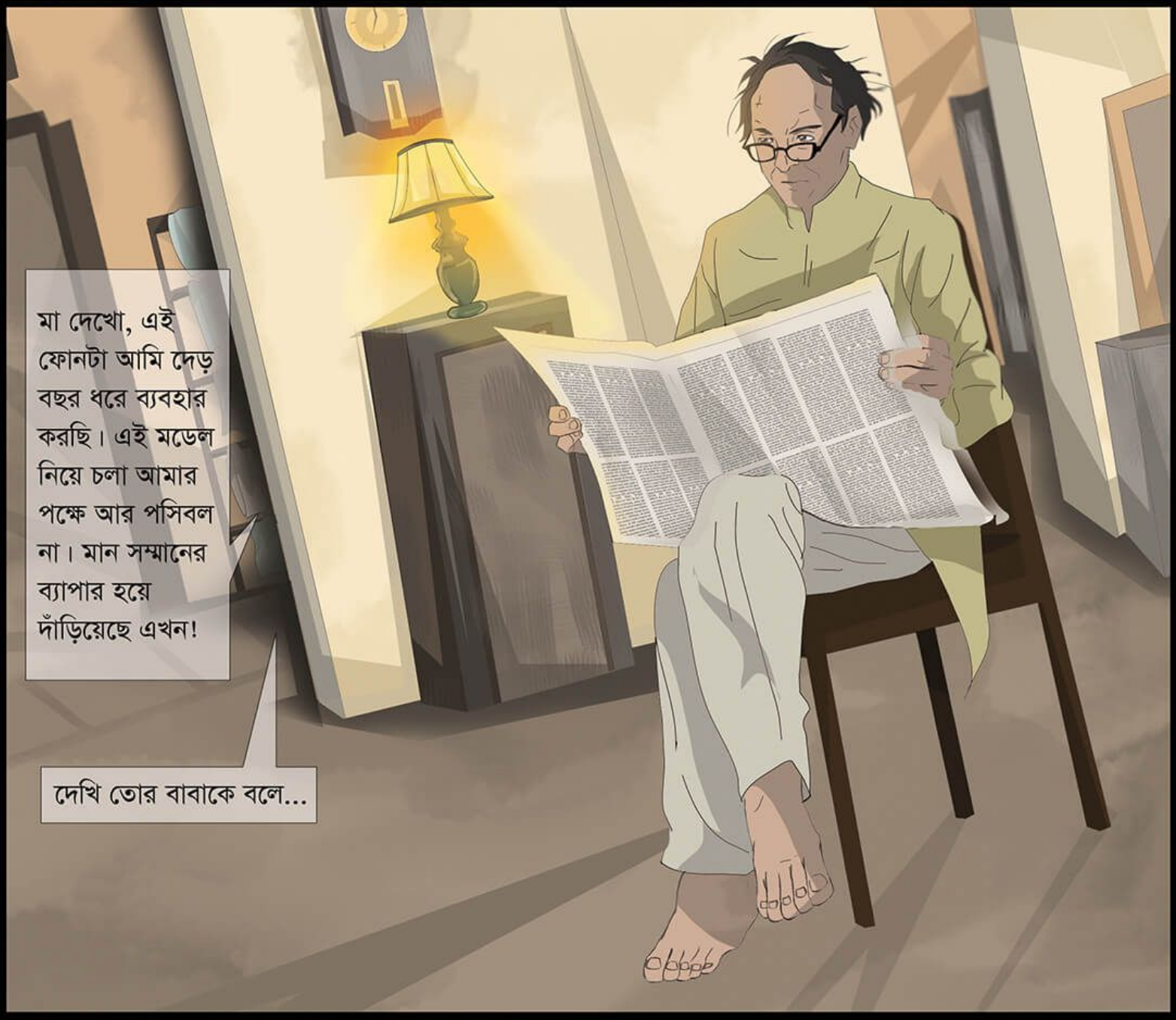
মা দেখো, এই ফোনটা আমি দেড় বছর ধরে ব্যবহার করছি। এই মডেল নিয়ে চলা আমার পক্ষে আর পসিবল না। মান সম্মানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন!
দেখি তোর বাবাকে বলে...

রাখো ভাইয়ার ফোন! আমার কিন্তু পিকনিক ২ তারিখ। আমি এবার তোমার শাড়ি পড়ে যাব না। আমার নতুন শাড়ি লাগবে এটাই ফাইনাল! নাহলে ফ্রেন্ডদের পাশে আমাকে মানাবে না। তুমি বাবাকে বলে দিয়ো!!

আমাদের তো লকার লিমিটেড। গত ৩ বছরের মধ্যে যেগুলো রিনিউ করেনি, ওগুলোর একটা লিস্ট করুন। ওনাদের মেইল বা চিঠি দিতে হবে যে ওনারা লকারের পেমেন্ট না করলে লকারের জিনিস ব্যাংক প্রোপার্টি হয়ে যাবে।

মোটামুটি সব লকারের মলিকই তাদের জিনিস বুঝে নিয়েছেন। কেউ কেউ রিনিউ করে রেখেছেন। কিন্তু একটি লকার গত ৪০ বছরে রিনিউ হয়নি। গত ১০ বছরে বহুবার চিঠি পাঠানো হলেও চিঠি সবগুলোই ফিরে এসেছে। লকার মালিকের নামে কাউকে পাওয়া যায়নি। ওই ঠিকানায় কোনোও বাড়িও পাওয়া যায়নি। লকারটা ভাঙা হবে। নতুন ঠিকানায় সব জিনিস সযত্নে চলে গেছে। এই লকারে যা থাকবে তা ব্যাংক প্রোপার্টি হয়ে যাবে।

কি মূল্যবান জিনিস রাখা আছে লকারটিতে? ভাবতেই অবাক লাগছে। এত বছরে কেউ খোঁজ নিলো না? কিন্তু কেন.....

হাহ্...!
লকারে কেবল দুটো চিঠি আর শুকনা এটা কী?
স্যার বাঁশপাতার আংটি। এত বছরে শুকিয়ে গেছে।
ভেরি ইন্টারেস্টিং! চিঠিতে কী লেখা আছে? পড়েছেন?
জ্বি স্যার, একটাতে লেখা, "আমার জন্য অপেক্ষা করো আলেয়া, আমি ফিরে আসবো"। আরেকটাতে লেখা, "তোমার অপেক্ষাতে থেকেছি, তোমারই থাকবো। তুমি ফিরে আসবে আমি জানি। তোমার অপেক্ষাতেই রইলাম।-আলেয়া"

খুবই আজব। একউন্টটা আলেয়া খাতুনের নামেই খোলা। ছবি নেই। অবশ্য অনেক আগের একাউন্ট। বাট সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে সন্দেহ নেই, নাহলে লকার সম্বন্ধে ধারণা থাকতো না।

স্যার এখন কি করবেন?

কী করব? ফেলে দিব। এমন তো না এখানে অর্থনৈতিক মূল্যবান কিছু রাখা আছে। যার জিনিস তার কাছে মূল্যবান। আমাদের কাছে তো এর কোনো মূল্য নেই।

কিছু যদি মনে না করেন..স্যার, আমি কি চিঠি দুটো আর আংটিটা রাখতে পারি?

কি করবেন?

আমি একটু ওই ঠিকানায় গিয়ে খোঁজ নিতে চাই, কে এই আলেয়া? কি হলো তার...

অবাক হয়ে গেলাম অনেকদিন পর কোনো গ্রাম এলাকায় এসে। রাস্তায় তার ঝুলছে, যেদিকে তাকাই দেখি নামি দামি ব্রান্ডের পানির ট্যাংক। টিনের ঘর অনেক কম, মাটির ঘর তো নাই।
যে ঠিকানা আলেয়া খাতুনের ছিল সেখানে এখন কন্সট্রাকশনের কাজ চলছে। বড় কোনো প্রোজেক্টের কাজ চলছে এখানে। মেগা সিটি হবে....

আপনি কে ভাই? কার বাড়ি আসছেন?
এক কাপ চা দিন তো ভাই।
একজনকে খুঁজছিলাম, আলেয়া খাতুন নামে।
আলেয়া... নাহ্ এই নামে তো এই গেরামে কেউ নাই।
আলিমুদ্দি মুনসির বেডি আছিল এককান....বড়ই সুরত। নামডা আলিয়াই তো ছিল মনে থুই।
আলেয়া? আলিমুদ্দি মুনসির বাড়ি কোনটা?

মুনসির বাড়ির তো বেবাক লোকোই হয় ঢাকা নইলে বিদ্যাশ। অগো জমি বেবাকটাই বেচে দিসে। ওই আমাগো হাসু তো ওগো কামলা দিতো। অহন অয়ও অগো জমির মালিক হইসে। ওই যে কাম চলতাসে, ওই লাগান বেবাক জমি হ্যাগো আসিল।
তয় অগো ছোডো মাইয়া ছমিরনরে পাশের গেরামের করিমের লগে বিয়া দিসিল। অর থন খোঁজ পাইবার পারো।

অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। ওনাদের গ্রামটার ঠিকানা হবে?

দাদি....!!!
ও....দাদি.....
.....!!!!!!!
!!
শহর থেইকা তোমারে
খুঁজতে লোক আসছে!

খবর শুনসো! এই!
কি?

তোমার ছমিরন চাচির কাছে ব্যাংক থেইক্কা লোক আসছে।

ব্যাংক থেইক্কা!

হ, তোমাগো চাচিরা না অনেক বড়লোক আছিল। দ্যাহো গিয়া, মনে হয় সয়-সম্পত্তি পাইসে!
দাঁড়াও তো, খোঁজ নিয়া দেহি!

আমি ছমিরন নামে
কেউ আছে কিনা
খোঁজ নিতে এসেছি।

আপনি আমারে
বলেন যা বলার!
ব্যাংকের হিসাব
কিতাব উনি অত
বুঝবো না, বয়স
হইসে তো!
আমারে কন।

না মানে ইয়ে.....
আরে টাকা যতই হোক না কেন, ভাগিদার তো আমরা অনেক মানুষ। বুঝেনই তো! চাচির আবার ভুলো মন। কারে বাদ দিয়া দেয়... বুঝেনই তো!
টাকা পয়সার ব্যাপার না, আমি একটু ওনার সাথে দেখা করতে চাই। সম্ভব হবে কি?

ভুল করসি আমরা ওই বেডারে ঢুকতে দিয়া! শেষ বয়সে তোমার ফুফুর বাপে নাকি দেনা কইরা মরসে।
ব্যাংকে মরগেজ না কি কয় কইরা যায় নাই তো! তাইলে তো এইবার মরসি!
থাম তো তুই! বুঝতে দে কি করন যায়।

আপনি কি ছমিরন বিবি বলছেন?
জ্বি। আপনি কে? চিনতে পারতেসি না।
আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি আসলে একজনের ব্যাপারে খোঁজ নিতে আপনার কাছে এসেছি। আপনি কি আলেয়া খাতুন নামে কাউকে চিনেন?
আলি বু... আলি বু আমার বড় বোন।
ওনাকে আমার দরকার। ওনার দুটো চিঠি উনি ব্যাংক লকারে জমা রেখেছিলেন।আমি ওটা ওনাকে ফেরত দিতে এসেছি।

ও তো নাই, ও তো মইরা গেসে... সেও বহুদিন আগে।
ও! ওই চিঠি... আহারে.... কই আপনার কাছে আছে...আমারে দিবেন...? একটু দেখতাম...
আপনি জানেন এই চিঠির ব্যাপারে?
হ, আমি আর আলি বু মিললাই তো গেসিলাম ব্যাংকে রাখতে!

-আপনি?!

-হ

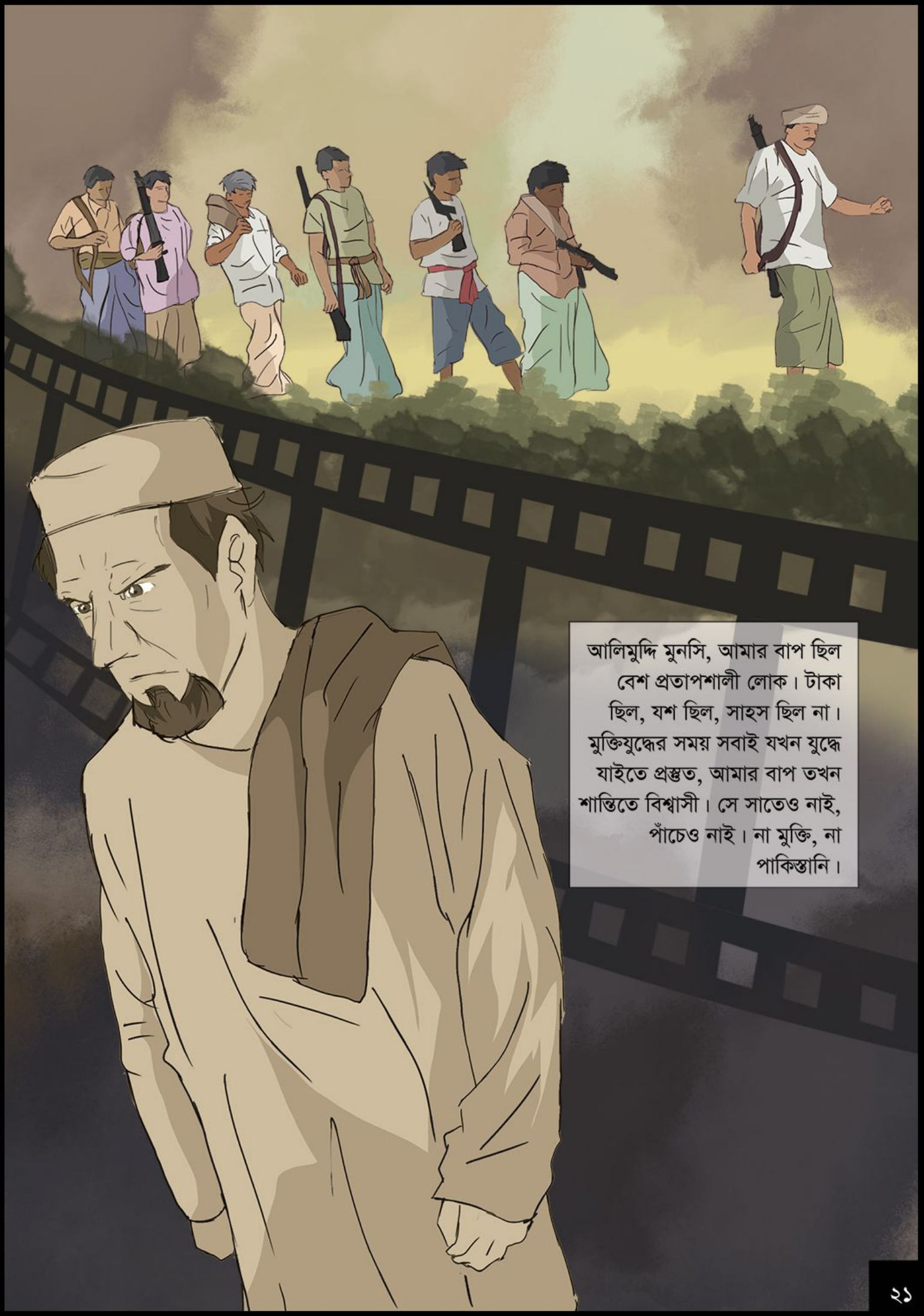
আলিমুদ্দি মুনসি, আমার বাপ ছিল বেশ প্রতাপশালী লোক। টাকা ছিল, যশ ছিল, সাহস ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের সময় সবাই যখন যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত, আমার বাপ তখন শান্তিতে বিশ্বাসী। সে সাতেও নাই, পাঁচেও নাই। না মুক্তি, না পাকিস্তানি।

রাজাকার বা পাকিস্তানি যেই আসুক, আপ্যায়ন কইরা দোয়া পাঠ শুনাইয়া বাড়ি থেইকা বিদায় কইরা দিতে।

আমার বড় বোন ছিল আলি বু। পড়ালেখায় ছিল তার ঝোঁক, কাজে কর্মে তার মত মাইয়া মেলা ভার।
তয় বুবুর মনটা ছিল বিদ্রোহী। স্বাধীনতা তার চাই।

আলি বু ভালোবাসতো শফিক ভাইরে। শফিক ভাই ছিল পোস্টমাস্টার কাকুর ছেলে।

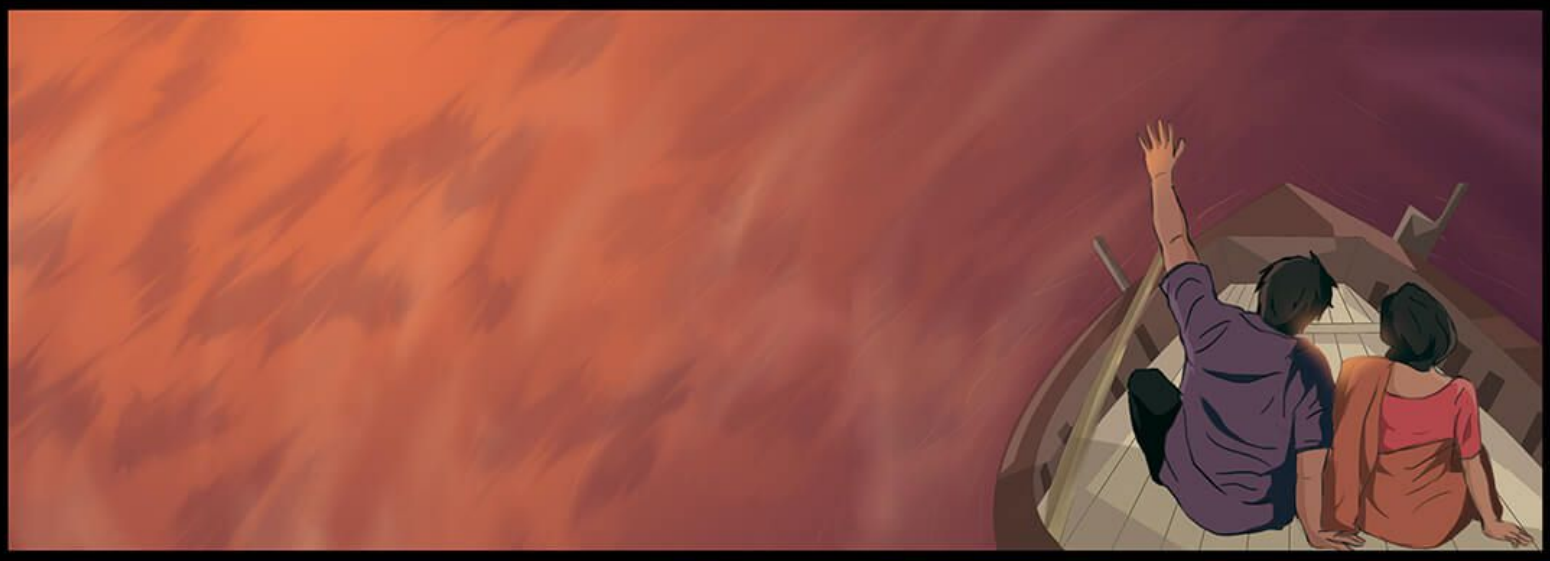

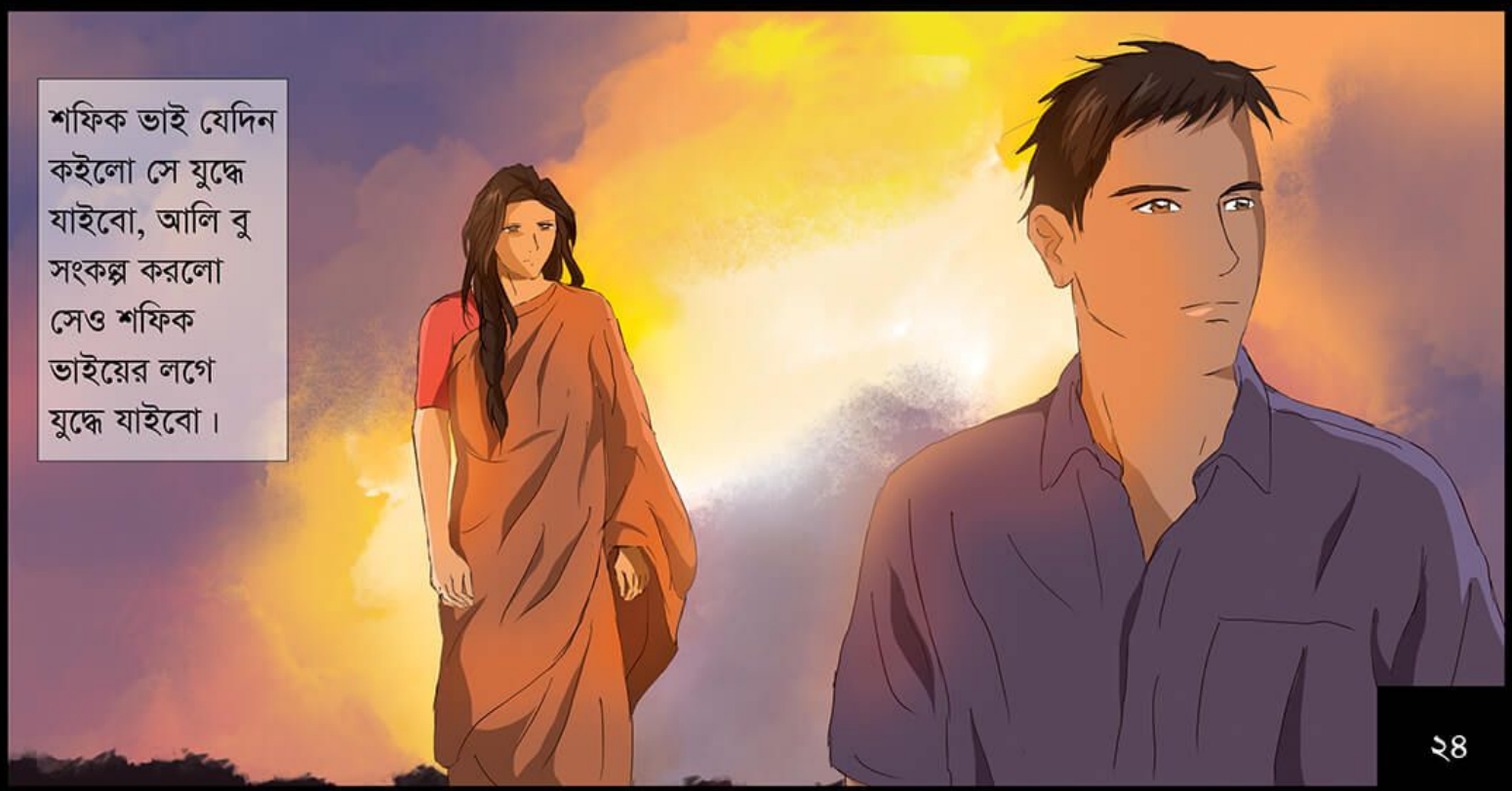
শফিক ভাই যেদিন কইলো সে যুদ্ধে যাইবো, আলি বু সংকল্প করলো সেও শফিক ভাইয়ের লগে যুদ্ধে যাইবো।

আলেয়া, দেশটা আমার। তাই আমার দেশটারে বাঁচাতে হবে।
আমিও আছি, আমিও যুদ্ধে যাবো!
হুম, তোমাকে নিয়েই যুদ্ধ জয় করবো।

কিন্তু একদিন রাতে আলি বুর কাছে এক ছোকরা আসলো।
হাসেম তুই? এত রাতে? কি খবর?
আলি বু, খবর ভালো না! উত্তরের গেরামে মিলিটারি আগুন দিসে! কমান্ডার সাহেব সবাইরে লইয়া রওনা হইসে। শফিক ভাইও যুদ্ধে গেসে।
বলিস কি! কিন্তু এটা তো কথা ছিল না! আমার তো যাবার কথা ছিল...

আমাকে না নিয়ে গেল...
হ, শফিক ভাই কইসে কিন্তু সময়ের অভাবে তোমারে খোঁজ দিতে পারে নাই। আমারে এইডা দিয়া কইসে তোমারে পৌঁছাইয়া দিতে।

আমার জন্য অপেক্ষা করো আলেয়া, আমি ফিরে আসবো...

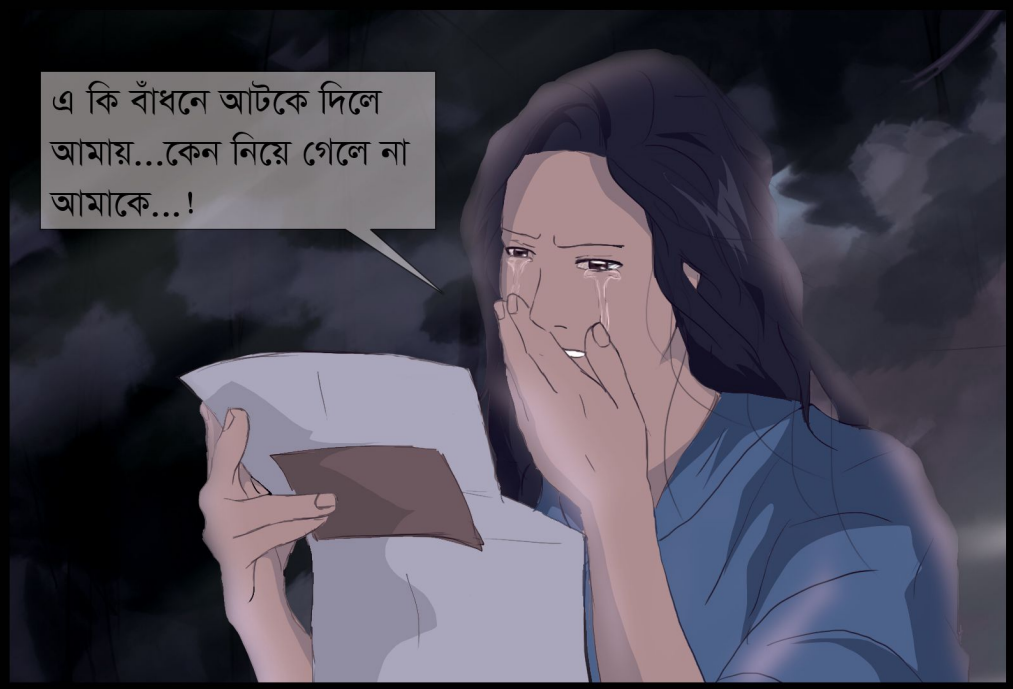

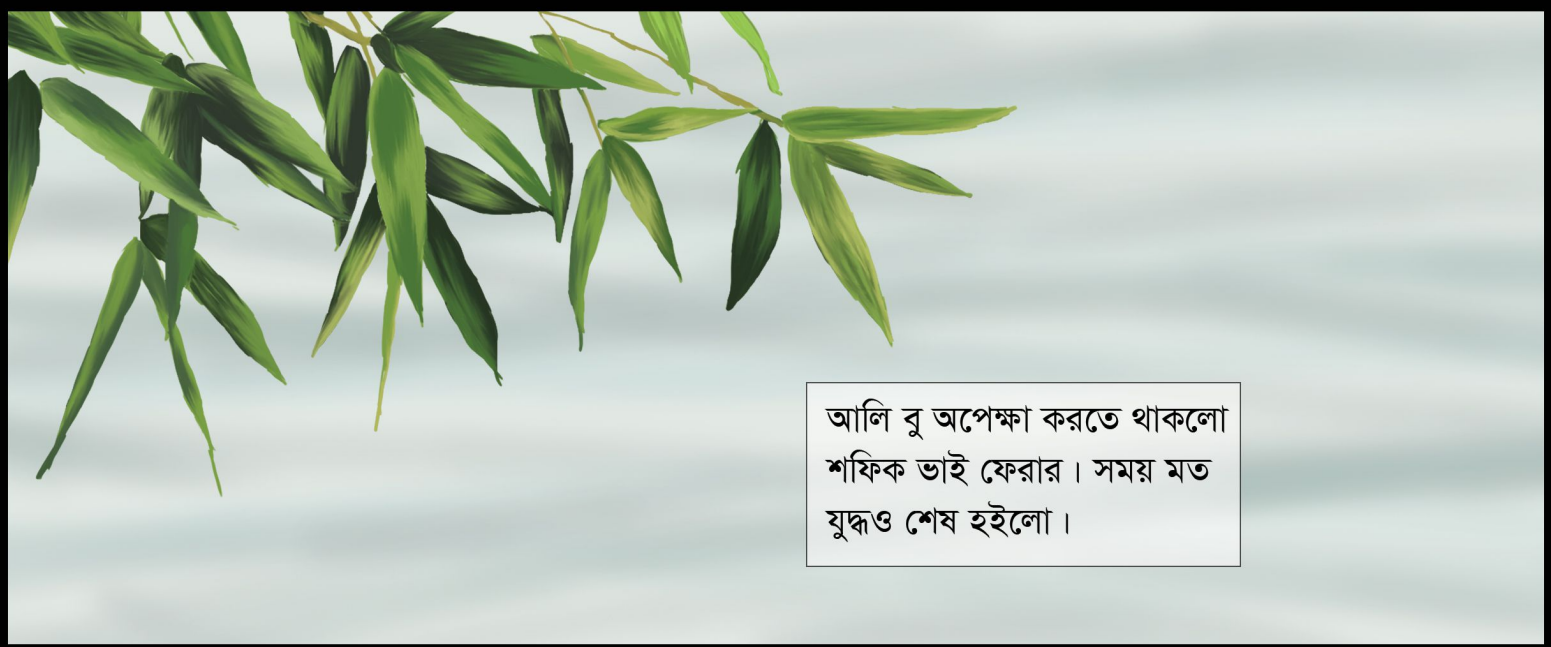

আংটি...এটাই বলার ছিল তোমার!
এ কি বাঁধনে আটকে দিলে আমায়...কেন নিয়ে গেলে না আমাকে...!
আলি বু অপেক্ষা করতে থাকলো শফিক ভাই ফেরার। সময় মত যুদ্ধও শেষ হইলো।
আমরা স্বাধীন!! বাংলাদেশ স্বাধীন!!!!!!!!!!!!

আলি বু দিন গুনতে থাকলো শফিক ভাই ফেরার। যারা ফেরার সবাই ফিরলো। শফিক ভাইয়ের কোনো খোঁজ মিললো না।

এরমধ্যে বাবা আলি বুর বিয়া ঠিক করলো। কিন্তু বুবুর একছাড় না।

আমি বিয়ে করবো না।
করবি না মানে?
আমি শফিকের বাগদত্তা!
বললেই হইলো, শফিক মরসে! ও ফিরবো না, যারা ফিরার সব ফিরসে। আমি তোর ভালো ঘরে বিয়া ঠিক করসি। এমন বাড়ি মিলা ভার। তোর বিয়া হইবো, এই সপ্তাহেই হইবো!

ছমি, আমার একটা উপকার করবি বোন?
বল না কি করতে হইবো?

শহরে না ব্যাংকে লকার থাকে। আমি জানি, বিয়ের সব জিনিস তো শহর থেকেই কিনতে যাবে। ওই ফাঁকে আমার সাথে ব্যাংকে যাবি? কাওরে কিছু না বলে আমার খুব দামি একটা জিনিস সযতনে রাখতে হবে...

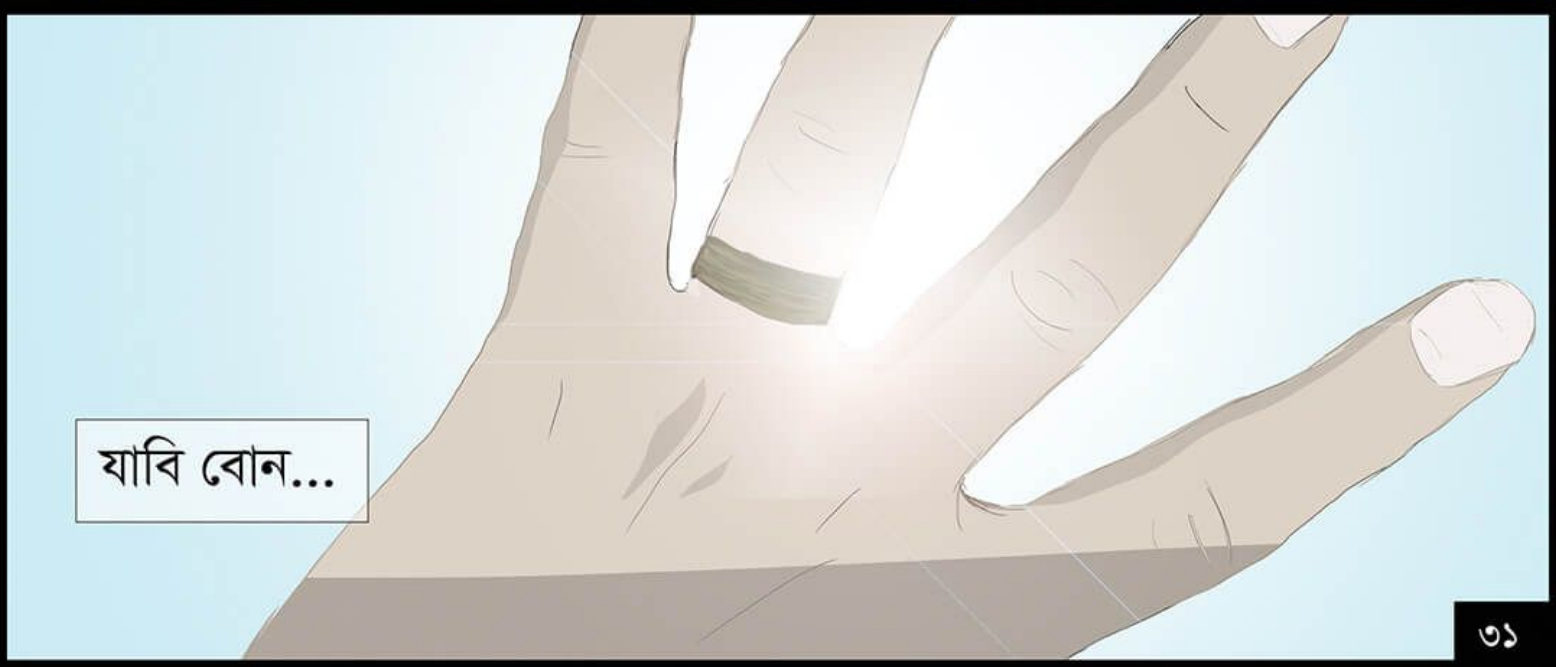
যাবি বোন...

তখনও এত কিছু জানতাম না। লকারে জিনিসটা রেখে আলি বু আমারে সবটা খুলে বললো। আরও বললো...

শফিক যদি ফেরে লকারের চাবিটা ওরে দিস্।

বিয়ের দিন। বাড়ি ভর্তি লোক।

আমরা গেলাম আলি বুরে বিয়ের আসরে আনতে...

আহ্..... আলি বু!!!!!!!!!!!!!!!!!!

আলি বু বিয়ের শাড়িতেই গলায় ফাঁস দিসে।
শফিক ভাইও কোনোদিন ফিরে নাই। চাবিটা আজও আমার কাছে আছে।
এই যে...

যেই গেরাম থেইকা আপনি আসছেন, ওই গেরামের মসজিদের একটু ডানে একটা খেঁজুর গাছ আছে। ওইটা পার হইলে যে পুরানো কবর, ওইটাই আলি বুর কবর।
আপনার চিঠি, আপনার আংটি আর আপনার চাবি, সবটাই আপনাকে দিয়ে গেলাম।

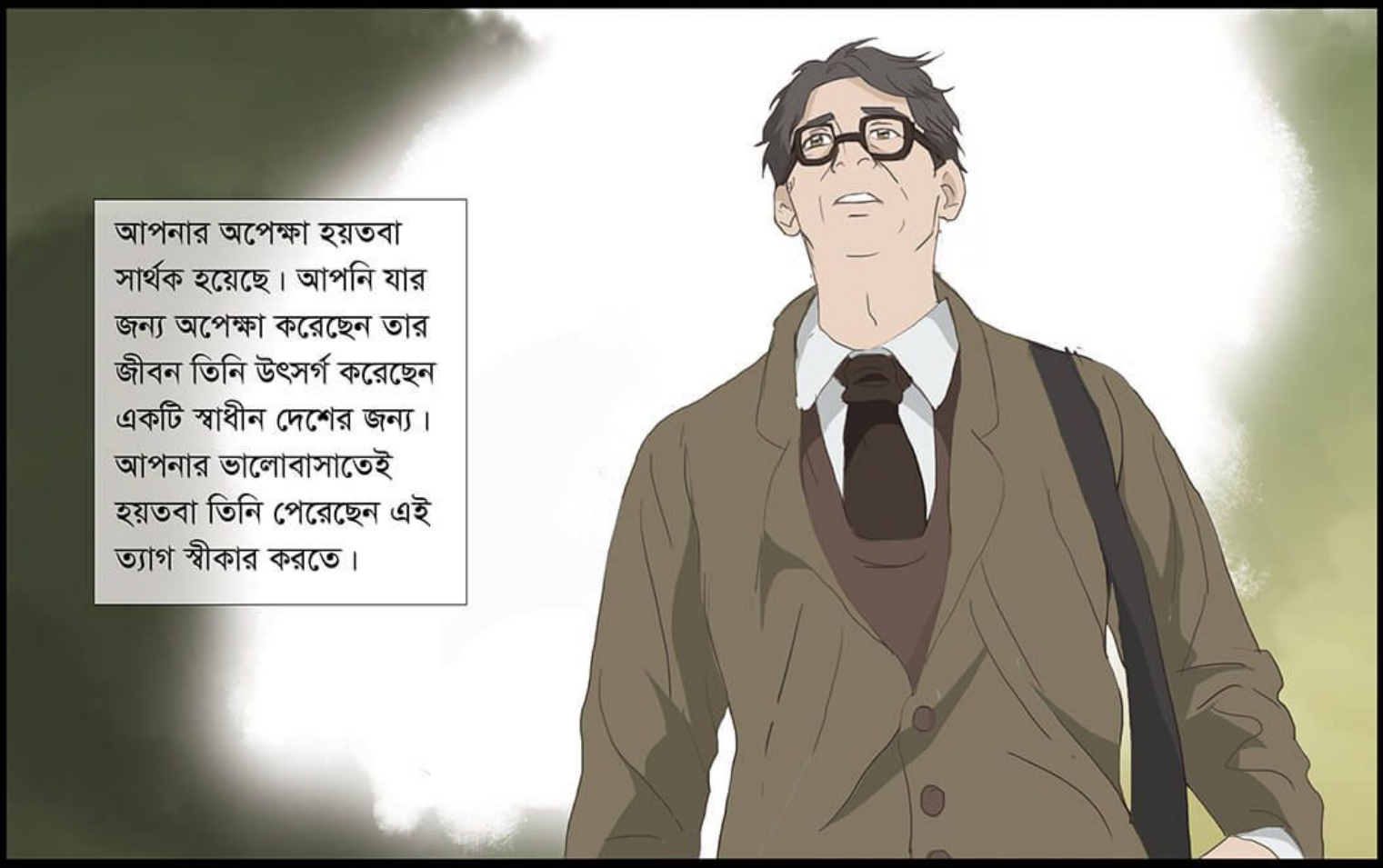

আপনার অপেক্ষা হয়তবা সার্থক হয়েছে। আপনি যার জন্য অপেক্ষা করেছেন তার জীবন তিনি উৎসর্গ করেছেন একটি স্বাধীন দেশের জন্য। আপনার ভালোবাসাতেই হয়তবা তিনি পেরেছেন এই ত্যাগ স্বীকার করতে।

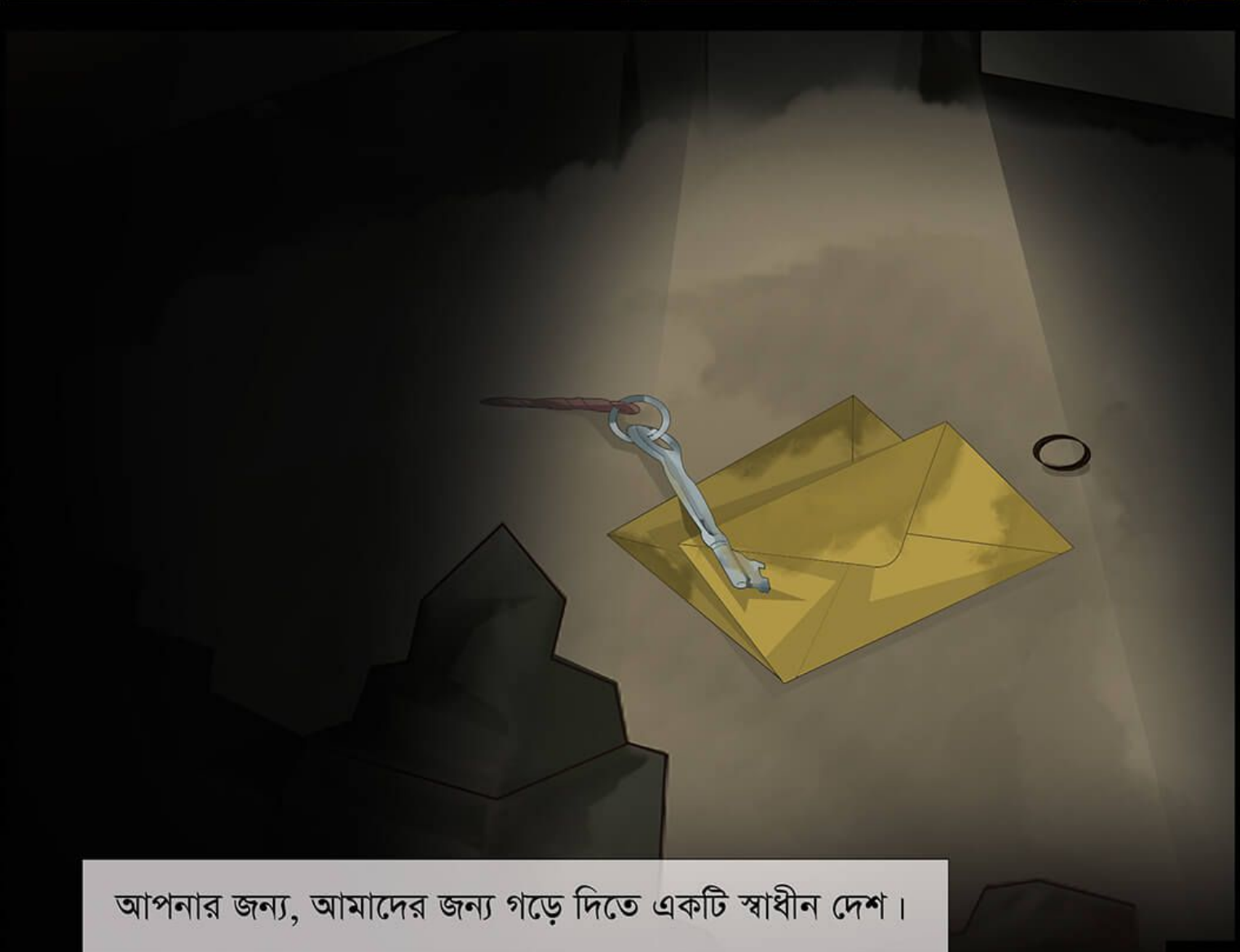

আপনার জন্য, আমাদের জন্য গড়ে দিতে একটি স্বাধীন দেশ।